জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির কর্মপরিধিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও অন্তরায় চিহ্নতকরণ, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কয়েকটি পর্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির কর্মপরিধি অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত মেয়াদে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক তাদের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়। কর্মপরিকল্পনায় ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদে নৈতিকতা কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০১/৪/২০১৫ এবং ১৩/৭/২০১৫ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২(দুই)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (স্বস) এর সভাপতিত্বে ০৬/০৪/২০১৫ তারিখ বাজেট কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গত ৩০/০৬/২০১৫ এবং ০১/০৪/২০১৫ তারিখে ০২টি সভা, গত ১১/০৫/২০১৫ এবং ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে ০২টি Awareness raising meeting এবং ০২টি Campaign of NIS আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মকর্তাকে তাঁর নিজ নিজ উইং/অধিশাখা/শাখায় Campaign করার নির্দেশ দেয়া হয়। Campaign এ শুদ্ধাচার বিষয়ক নিম্নবর্ণিত স্লোগান প্রচার করা হয়। উক্ত স্লোগানসমূহ পোষ্টার আকারে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১. দুর্নীতিকে না বলি,
সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি।

২. নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা।

৩. সততায় সুনাম আনে, দুর্নীতিতে ক্লেশ
শুদ্ধাচারে সুখী সমাজ, সুস্থ পরিবেশ।

৪. নৈতিকতা পরম বন্ধু, সততা যে ধন
সময় থাকতে বুঝো পথিক, ফুরাতে জীবন।

৫. স্বচ্ছ-স্বাধীন কর্মী যেথায়,
দুর্নীতি হোক জব্দ তথায়।

৬. শুদ্ধাচার অবলম্বনকারী কর্মে উত্তম,
স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম।

৭. দুর্নীতিকে না বলুন।

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শুদ্ধাচার অবলম্বনের অন্যতম নিয়ামক।

৯. শুদ্ধাচার অবলম্বন হোক আমাদের কর্মপ্রেরণার উৎস - সকলের অহংকার।

১০. সর্বক্ষেত্রে সততা, জবাবদিহিতা তথা শুদ্ধাচার হোক জাতির মূলমন্ত্র।

১১. একজন মানুষ ততক্ষণই বিশ্বাসী থাকেন
যতক্ষণ তাঁর মধ্যে সৎগুণ থাকে।

দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনে এগুলো ছাড়া শুদ্ধাচার বিষয়ক আরও শ্রুতিমধুর ও সংশ্লিষ্ট স্লোগান তৈরিপূর্বক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের ৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ৩টি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ১ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ ১৮/০৮/২০১৫ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনার অন্যান্য অংশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে মনিটরিং কমিটি গঠনপূর্বক ০৩টি সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ০৩টি প্রতিবেদন National Integrity Implementation Unit (NIIU)-তে প্রেরণ করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। সে প্রেক্ষিতে নৈতিকতা কমিটির ০১/৪/২০১৫ তারিখের সভায় একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে ১৪/০৭/২০১৫ তারিখে মনিটরিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেদনসমূহ National Integrity Implementation Unit (NIIU)-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

মনিটরিং কমিটি :

১) জনাব সুষেণ চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব - আহ্বায়ক

২) জনাব মোঃ দাবিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য

৩) জনাব বাসুদেব আচার্য্য, যুগ্মসচিব (ই-গভঃ ও আইসিটি) - সদস্য

৪) জনাব সীমা সাহা, যুগ্মসচিব (এমআইএস) - সদস্য

৫) জনাব মোঃ মনজুর আলম ভুঁঞা, যুগ্মসচিব (বিসিক) - সদস্য

৬) জনাব মোছাঃ কামরুন্নাহার, যুগ্মসচিব (প্রওম) - সদস্য সচিব